স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২,৫০০ জন শিশু জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি হাজারে ১৫০ জন শিশু অপুষ্টিজনিত কারণে অকাল মৃত্যুবরণ করিতেছে। অন্যদিকে গর্ভবর্তী মায়েদের পুষ্টিহীনতা ও সংক্রামক রোগের কারণে অকাল মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িতেছে। ইহা জাতীয় জীবনে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর উন্নয়নে অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়াছে।

বাংলাদেশ সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝিতে দেশের ভুমিহীন ও দুঃস্থ জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাবেক ২০টি জেলার নির্বাচিত মোট ২৩টি গ্রামে ইউনিসেফের সহযোগিতায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ ভূমিহীন ও দুঃস্থ পরিবারের মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার মান উন্নয়নে বাস্তব ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা। এই প্রকল্প ১৯৭৮-১৯৮০ সাল পর্যন্ত ইউনিসেফ জেলা প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের কার্যক্রম ফলাফল মূল্যায়ন করিয়া দেখা যায় যে, মাত্র একটি গ্রামে পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে উন্নয়ন উপযোগী প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকল্পটি সম্প্রসারিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করিয়া "পল্লী শিশু উন্নয়ন প্রকল্প" রাখা হয় এবং সাবেক ২০টি জেলার নির্বাচিত ভিত্তিতে ২৩টি ইউনিয়নের মোট ৩০০টি গ্রামে প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রকল্পটির নাম পুণরায় পরিবর্তন করিয়া "পল্লী শিশু ও দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন প্রকল্প" রাখা হয়। ঢাকা ও চট্রগ্রাম বিভাগের সাবেক মোট ১১টি জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা এবং রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা সহ ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এর উপর ন্যাস্ত হয়। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝিতে প্রকল্পের কাজ শুরু করার কথা ছিল, কিন্তু প্রকল্প অনুমোদন বিলম্ব হওয়ার কারণে ১৯৮২ সালের গোড়ার দিকে এই প্রকল্পের কাজ মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় "পল্লী শিশু ও দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি (পরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা; পরিচালক, আরডিএ, বগুড়া; উপ-সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা ও ইউনিসেফ প্রতিনিধি) গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রধান কাজ নীতি নির্ধরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা দান এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা। জেলা পর্যায়ে প্রকল্প উপদেষ্টা কমিটি (জেলা প্রশাসক, সিভিল সার্জন, জেলা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মকর্তা, জেলা কৃষি কর্মকর্তা, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, প্রকল্প পরিচালক, বিআরডিবি ও ইউনিসেফ প্রতিনিধি) গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রধান কাজ সমন্বয় সাধন, অগ্রগতি পর্যালোচনা ও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে সহায়তা প্রদান করা। প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প সমন্বয় কমিটি (চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপজলো কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা পশুপালন কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, সভাপতি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং প্রকল্প সংগঠক) গঠন করা হয়। এই কমিটির প্রধান কাজ সমন্বয় সাধন করা, কার্যাবলী পর্যালোচনা ও অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা। ইউনিয়ন পর্যায়ে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (এসপিআইসি) (চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামকর্মী দলের নির্বাচিত সভাপতি, নির্বাচিত সহ-সভাপতি দল হইতে নির্বাচিত ১০ জন সদস্য তার মাঝে ৪ জন মহিলা এবং প্রকল্প সংগঠক) গঠন করা হয়। এই কমিটির মূলতঃ প্রধান কাজ প্রকল্প বাস্তবায়নে গ্রাম পর্যায়ে পেশা ভিত্তিক গ্রামকর্মী দল গঠন করা এবং প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

পল্লীর ভুমিহীন ও দুঃস্থ পরিবারের মা ও শিশুর সার্বিক উন্নয়ন সাধনে এই প্রকল্পের আওতায় ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। দুঃস্থ পরিবারগুলিকে সুসংগঠিতকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ দল গঠনে মৌলিক চাহিদা পূরণে যথাক্রমে সাংগঠনিক কর্মসূচী, স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা কর্মসূচী, পুষ্টি কর্মসূচী, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী এবং শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসুচী বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১৯৮২ হইতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ হিসাবে ইউনিসেফ মোট ৪,২৭,৮৬,০০০.০০ টাকা খরচ করিয়াছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৮৫-৮৬ ও ১৯৮৬-৮৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রকল্পের পরিমাণ মোট ৫,২২,৭৭,০০০.০০ টাকা বর্ধিত করা হইয়াছে।

ঘ) উপসংহার

পল্লী শিশু ও দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন প্রকল্পের মাঝে স্বাস্থ্য পুষ্টি, প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্ম সংস্থানমূলক বহুমুখী কার্যক্রমের সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে যাহা সাধারণত অন্য কোন প্রকল্পে দেখা যায় না। এই প্রকল্পে গ্রামীণ শিশু ও দুঃস্থ পরিবারের মূল সমস্যাগুলি মোটামুটি ভাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে এবং সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় হইতে গ্রাম পর্যায়ের সাংগঠনিক অবকাঠামো গঠন করা হইয়াছে। প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্যাবলী ছিল অতি মহৎ। বিগত পাঁচ বৎসর যাবত প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হইতেছে। বিভিন্ন কার্যক্রমের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন প্রয়োজন। বর্তমান মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি বগুড়া জেলার ধুনট উপজেলার চৌকিবাড়ী ইউনিয়নে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করিয়া অতি অল্প সময়ে প্রণয়ন করা হইয়াছে। প্রকল্পের বর্তমান সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। কাজেই সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সমস্যাগুলি আশু সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ অতি প্রয়োজন।